بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২২ মে, ২০২০ মোতাবেক ২২ হিজরত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

সর্বপ্রথম আমি সেই সমস্ত আহমদীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই যারা সম্প্রতি আমার পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়ার কারণে তাদের অসাধারণ (ভালোবাসার) আবেগ প্রকাশ করেছেন আর গভীর ব্যাকুলতার সাথে দোয়া করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে এর সর্বোত্তম প্রতিদান দিন আর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় দৃঢ় করুন। এ যুগে খোদা তা'লার খাতিরে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে পারস্পরিক ভালোবাসা, বিশেষত যুগ খলীফার প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এই দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র আহমদীয়া জামা'তেই পাওয়া সম্ভব। এই দ্বীপাক্ষিক ভালোবাসাও আল্লাহ্ তা'লারই সৃষ্ট। এক্ষেত্রে এটি বলা কঠিন যে, কে অপর পক্ষের জন্য বেশি ভালোবাসা রাখে। অনেক সময় এটি মনে হয় যে, খিলাফতের প্রতি জামা'তের সদস্যদের ভালোবাসা পরম মার্গে উপনীত আর জামা'তের সদস্যদের সাথে যুগ খলীফার যে সম্পর্ক ও ভালোবাসা রয়েছে, কতেকের দৃষ্টান্ত এমন রয়েছে, যা দেখে মনে হয় তা সেই মানের নয়। যাহোক, এটি দ্বীপাক্ষিক ভালোবাসা, দ্বীপাক্ষিক সম্পর্ক আর যেমনটি আমি বলেছি, (এটি) এমন এক গভীর সম্পর্ক যার কোন দৃষ্টান্ত পার্থিব সম্পর্কের গণ্ডিতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র একটি বাক্য আমার খুব ভালো লাগে যে, খলীফা এবং জামা'ত একই সত্তার দু'টি ভিন্ন নাম। এটি আপনাদেরই দোয়ার গ্রহণযোগ্যতার ফলাফল যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অসাধারণ দ্রুততার সাথে ক্ষত প্রশমিত হয়েছে। ডাক্তার সাহেব আমাকে বলেন, চেহারার ক্ষত সাধারণত দ্রুত ঠিক হয়ে যায় কিন্তু যত দ্রুততার সাথে এটি প্রশমিত হয়েছে, তা আমি আশা করি নি। আমি তাকে এ কথাই বলেছিলাম যে, চিকিৎসা নিজের জায়গায়, কিন্তু আসল বিষয় হচ্ছে, দোয়া– যা আহমদীরা করে যাচ্ছে। আমারও ধারণা ছিল, যেহেতু বেশ কয়েকটি ক্ষত রয়েছে, শুকনো চামড়া ঝরতে কমপক্ষে দু'সপ্তাহ লেগে যাবে। আর এরপর হয়ত ক্ষতের কিছু চিহ্নও থেকে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সাত-আট দিনের মধ্যেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই আঘাতের ফলে মরহমে ঈসা ব্যবহারের যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা-ও বলছি, কিছুদিন পূর্বে মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব সুরিয়ানী ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী তা প্রস্তুত করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন, এবার আমি তা ব্যবহার করি। এছাড়া হোমিওপ্যাথিক ক্রিম ক্যালেনডুলা রয়েছে (সেটিও ব্যবহার করেছি)। যাহোক, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লারই কৃপা, তিনিই আরোগ্যদাতা। ঔষধের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, হয়ত অন্যদেরও কাজে আসবে, অনেক সময় প্রয়োজন দেখা দেয়। যাহোক, এখন এই দোয়া করুন যেন আঘাতের বাকি যেসব সম্ভাব্য ক্ষতিকর ও দীর্ঘস্থায়ী দিক থাকতে পারে সেগুলোও আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই দূরীভূত করুন। খোদা তা'লার কৃপাই হলো মূল শক্তি–যা দোয়ার ফলে লাভ হয়। আমার স্মরণ আছে, কিছুকাল পূর্বে, আমার কাঁধ এবং বাহুতে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। হাত উঠানো কঠিন ছিল, (এমনকি) অন্য হাতের

সাহায্য নিতে হতো। এখানকার অভিজ্ঞ ডাক্তারকে দেখালে তিনি বলেন, ছয় সপ্তাহ থেকে তিন-চার মাস পর্যন্ত এই ব্যথা থাকতে পারে। যাহোক, কয়েকদিন পর তিনি পুনরায় পরীক্ষা করে দেখেন, তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নব্বই শতাংশ ব্যথা সেরে গিয়েছিল। তিনি খুবই বিস্ময় প্রকাশ করেন। আমি তাকে এ কথাই বলেছিলাম যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ দোয়া করলে এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন। ইংরেজ (ডাক্তার) ছিল, সে বলে, আমি খ্রিষ্টান আর আমার পরিবার ধার্মিক। দোয়ার প্রতি আমারও বিশ্বাস আছে, সে আরো বলে, নিশ্চিতরূপে এটি দোয়ার কল্যাণেই হয়েছে।

সুতরাং আমাদের সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাই যাচনা করা উচিত এবং তাঁরই প্রতি বিনত হওয়া উচিত। আজকাল আমরা যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তাতে খোদা তা'লার প্রতি বিশেষভাবে বিনত হওয়া প্রয়োজন। যুক্তরাজ্য থেকেও রিপোর্ট আসছে আর অন্যান্য দেশ থেকেও এই রিপোর্ট আসছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে জামা'তের সদস্যদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হওয়ার দিকে বেশ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। লকডাউনের কারণে ঘরে ঘরে পরিবারের সদস্যরা বিশেষভাবে একত্রে বাজামা'ত নামাযের আয়োজন করে। দরস এবং পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়। কোন না কোন পুস্তক, হাদীস এবং পবিত্র কুরআনের দরসও দেয়া হয়। যার ফলে বড়দের জ্ঞানও বৃদ্ধি পাচ্ছে আর শিশুরাও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় ঈমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এরই মাঝে রমজান মাসও এসেছে আর মানুষের ইবাদতের প্রতি যে মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছিল, তা পূর্বের চেয়ে আরো বৃদ্ধি পায়। এখন রমজান মাস শেষ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে আর একইভাবে লকডাউন সংক্রান্ত বিধিনিষেধও সরকার কিছুটা শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। অধিকাংশ সরকার বরং কোন কোন সরকার ইতোমধ্যে তা শিথিল করেছেও বটে, আবার কোন কোন জায়গায় এই শিথিলতা আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানে একটি কথা আমি এটি বলতে চাই যে, বিধিনিষেধ শিথিল করার পাশাপাশি সরকার যেসব শর্ত আরোপ করেছে, সেগুলো প্রত্যেক আহমদীর মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সবচেয়ে বড় আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টিপটে রাখা উচিত তাহলো, ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি ও বাহিরে বের হওয়ার ছাড়, আর রমজান মাস শেষ হয়ে যাওয়া কোন আহমদীকে যেন আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং সেসব পুণ্যকর্ম ছেড়ে দেয়া বা তাতে ঘাটতি আনতে প্ররোচিত না করে যেগুলো তারা অবলম্বন করেছিল। বরং যতদিন মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেসব পুণ্য ও বাজামা'ত নামাযকে ঘরে অব্যাহত রাখা, আর যখন মসজিদে যাওয়ার অনুমতি লাভ হবে তখন মসজিদকে আবাদ রাখার বিষয়টিকে নিজেদের জন্য পূর্বের চেয়ে আরো বেশি আবশ্যক করে নিন। মহিলারা ঘরে নামাযের বিশেষ ব্যবস্থা নিন যেন শিশুরাও তাদের সম্মুখে আদর্শ দেখতে পায়। খোদা তা'লার প্রতি তাদেরও ঈমান ও বিশ্বাস যেন বৃদ্ধি পায়। ঘরে ঘরে কয়েক মিনিটের দরস ও পঠন-পাঠনের রীতি যেন চলমান থাকে, যাতে করে ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি পায় আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রেও উন্নতি ঘটে। অনুরূপভাবে এমটিএ-র অনুষ্ঠানসমূহ দেখার প্রতিও লক্ষ্য রাখুন, পূর্বেও আমি এ সম্পর্কে বলেছি।

অতএব লকডাউন ও রমজানের পরে এসব পুণ্যকে আমাদের কারো ভুলে যাওয়া উচিত নয়, বরং অব্যাহত রাখা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের যে অঙ্গীকার একজন আহমদী করেছে, সেটিকে তার কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। মু'মিনের কাজ এটি নয় যে, সে কখনো সেসব লোকের

অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বিপদে পড়লে তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হয়, তাঁর আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করে, তাঁর কাছে সাহায্য চায়, তাঁকে ডাকে, আর যখন কষ্ট দূর হয়ে যায় তখন খোদা তা'লাকে ভুলে যায়। আজকাল মানুষ এটি উদঘাটনের চেষ্টা করছে যে, এই করোনাজনিত মহামারি কি প্রাকৃতিক ঘটনা না-কি ঐশী শাস্তি? এই ধরনের বিপদ এবং মহামারি দেখা দিলে এতে এক মু'মিনের কাজ হলো পূর্বের তুলনায় আরো বেশি খোদা তা'লার প্রতি বিনত হওয়া, শুধু এটি খুঁজতে ব্যস্ত থাকা নয় যে, এটি কী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ যুগে আল্লাহ্ তা'লার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে অগণিত প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যেগুলো পূর্ণ হয়েছে এবং হচ্ছে আর আগামীতেও হবে। যদি সতর্কীকরণমূলক কোন কথা থেকে থাকে তাহলে সর্বপ্রথম এক মু'মিনের কাজ হলো কম্পিত ও ত্রস্ত হওয়া, ভীত হওয়া এবং নিজের ঈমান ও বিশ্বাসকে দৃঢ় করা, নিজের শুভ পরিণতির জন্য দোয়া করা। আসল বিষয় হলো শুভ পরিণতি। আমি বহুবার বলেছি যে, এসব বিপদাপদ, ঝড়-তুফান ও দুর্যোগ ইত্যাদি যা বর্তমান যুগে দেখা দিচ্ছে, এগুলোর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, আমাদেরকে আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস এবং শুভ পরিণতির জন্যও অনেক দোয়া করা উচিত আর বিশ্ববাসীকে রক্ষা করার জন্যও দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা যখন নিদর্শন হিসেবে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের স্পষ্ট সংবাদ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দিয়েছিলেন তখনও তিনি ব্যাকুল হয়ে বিশ্ববাসীর জন্য দোয়া করতেন। রুদ্ধদ্বারের পেছন থেকে যারা তাঁর দোয়ার স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন তারা বলেন, মর্মস্পর্শী ক্রন্দন ও আহাজারির এমন আওয়াজ আসত যেমনটি হাড়ির ফুটন্ত পানির আওয়াজ হয়ে থাকে। (তিনি দোয়া করতেন,) আল্লাহ্ তা'লা যেন মানবজাতিকে রক্ষা করেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক (প্লেগকে তাঁর সত্যতার) নিদর্শন আখ্যা দেয়া সত্ত্বেও মানবজাতির জন্য তাঁর দয়া ও মমতা প্রাধান্য পায়। আর এই ব্যাধি বা মহামারির ধ্বংসযজ্ঞ থেকে তাদের নিরাপত্তার জন্য তিনি দোয়ায় রত থাকতেন আর অত্যন্ত বেদনার সাথে দোয়া করতেন। অতএব আমাদেরও তাঁর এই আদর্শকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে।

কতিপয় লোক হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ নাকি ঐশী শাস্তি' নামক একটি প্রবন্ধকে সাম্প্রতিককালের ভাইরাস জনিত মহামারির সাথে মেলানোর চেষ্টা করে আর নিজস্ব মন্তব্যও ব্যক্ত করে। স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, যেমনটি আমি আগেও বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে বিপদাপদ ও দুর্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আর এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্পষ্ট বলে রেখেছেন যে, এসব বিপদাপদ আসবে এবং ধ্বংসযজ্ঞ দেখা দিবে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আমি যেমনটি গত খুতবাগুলোতেও বলেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথাও বলেছেন যে, কোন কোন ঈমানদার ব্যক্তিও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে এসবের শিকারে পরিণত হয়, কিন্তু তারা শহীদের মর্যাদা রাখে আর তাদের পরিণতি শুভ হয়। মহানবী (সা.)-এর ভাষ্য অনুসারে তাদের পরিণাম তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়, যেমনটি তিনি (সা.) বলেছেন, যে জানাযায় মানুষ প্রয়াত ব্যক্তির প্রশংসা করে, তার সেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে, তার বান্দার অধিকার ও আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং প্রশংসা করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। আমরা দেখি, এমন অনেক নিষ্ঠাবান আহমদী আছেন যাদের বিষয়ে সবার এমনই অভিব্যক্তি ছিল। কিন্তু এসব মহামারির ক্ষেত্রে মূলত

দেখার বিষয় হলো, এর ফলে সার্বিকভাবে বস্তুবাদীদের ওপর কেমন প্রভাব পড়ছে। জাগতপূজারী বা বস্তুবাদীদের কাণ্ডজ্ঞানই হারিয়ে যাচ্ছে আর তা-ই হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক বিশ্বে তাদের অবস্থা কীরূপ মোড় নিয়েছে তা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। শুধু সাধারণ মানুষেরই নয় বরং বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেরও, যারা নিজেদেরকে পর্বতের ন্যায় শক্তিশালী মনে করে, ক্ষমতাধর বড় বড় রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা তছনছ বা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে আর এর ফলাফল থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য তারা যে চেষ্টা করছে তা আরো ভয়ানক, সেটি তাদেরকে যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে। অতএব, এরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মাঝে এমন পরিবর্তন আনয়ন না করবে যার মাধ্যমে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসান ঘটতে পারে, তারা উপর্যুপরী ধ্বংসের গহ্বরে ডুবতে থাকবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও একই কথা বলেছেন যে, মুসলমান হওয়া বা ধর্মীয় ভুল-ত্রুটি না থাকা কিংবা ধর্মীয় ভুল-ভ্রান্তির জন্য জিজ্ঞাসাবাদ কিয়ামত দিবসে হবে, এটি আল্লাহ্ তা'লা তখন দেখবেন, কিন্তু বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য এবং অধিকার হরণ করা আর আল্লাহ্‌র বান্দাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা– এগুলো অস্থির করে দেয়ার মতো ধ্বংস ডেকে আনে। যাহোক আমাদের কাজ হলো, দোয়া করা এবং বিশ্ববাসীকে বুঝানো আর নিজেদের অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন আনা। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যে প্রবন্ধের কথা আমি বলেছি তা এক দীর্ঘ প্রবন্ধ, কিন্তু এই প্রবন্ধ পড়ে প্রত্যেক আহমদীর যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত তা কেবল এটি নয় যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলোর সাথে কী ঘটেছে বা এখন কী হবে আর কী হচ্ছে এবং কোনটি ধ্বংসযজ্ঞ আর কোনটা নয়। নিশ্চিতভাবে এ বিষয়গুলোও হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারকারী হওয়া উচিত ও নিজেদের অবস্থার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী হওয়া উচিত। কিন্তু যেমনটি তিনি লিখেছেন, প্রকৃত বিষয় এবং যে শব্দগুলো প্রণিধানযোগ্য হওয়া উচিত তাহলো, আহমদীয়া জামা'তের জন্য এর মাঝে সাবধানবাণী এবং সুসংবাদও রয়েছে। সাবধানবাণী হলো, কেবল আহমদীয়াতের সাইনবোর্ড রক্ষা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে না বরং এর সাথে তাকওয়ার শর্তও রয়েছে। আর সুসংবাদের দিক হলো, জামা'তের মাঝে যেসব ব্যবহারিক দুর্বলতা সৃষ্টি হবে, আহমদীরা খুব দ্রুত সেগুলোর সংশোধন করবে। সারকথা হলো, যারা কেবল নামসর্বস্ব বা লেবেলসর্বস্ব বয়আত করেছে, তারা তাঁর [তথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর] পবিত্র শিক্ষার দিকে ফিরে আসলে তবেই রক্ষা পাবে আর খোদার দিকে প্রত্যাবর্তনই তাদের জন্য সুসংবাদ, অন্যথায় কোন সুসংবাদ নেই। আর যেমনটি আমি বলেছিলাম, এ দিনগুলোতে যে বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে, সেটিকে এখন ধরে রাখুন। নিজেদেরও এবং নিজেদের সন্তানদেরও হুকুকুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার ও হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, কেননা জগতে ধ্বংসযজ্ঞের পর খোদা তা'লার প্রতি যখন মানুষের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষিত হবে, প্রাপ্য প্রদানের প্রতি যখন দৃষ্টি থাকবে, তখন মানুষ জামা'তের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবে। তখন আহমদীরাই জগতকে সঠিক পথের দিশা দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু এর পূর্বে বেদনার্ত হৃদয়ে আমাদের এই দোয়া করা উচিত যেন সেই মুহূর্তই না আসে যখন জগদ্বাসী এত দূরে চলে যাবে যেখান থেকে আলো এবং শান্তি বা নিরাপত্তার দিকে আসার পথই রূদ্ধ হয়ে যাবে। এর পূর্বেই যেন মানুষের মনোযোগ এদিকে ফিরে আসে। অতএব আমাদের দোয়া করার পাশাপাশি নিজেদের উত্তম আদর্শও প্রদর্শন করা প্রয়োজন। জগদ্বাসীকে একথা বলা আবশ্যক যে, পারস্পরিক অধিকার প্রদানের মাধ্যমেই তোমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অর্জন করতে সক্ষম হবে। আর এক-অদ্বিতীয় খোদার

দয়া অর্জন করা ছাড়া জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাও সফল হতে পারে না আর মৃত্যুর পর পরিণামও শুভ হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ দিনগুলোতে জামা'তের সদস্যরা যেখানে ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে, সেখানে এর পাশাপাশি সৃষ্টি সেবার কাজও করে যাচ্ছে। যুবকরাও আর সুস্থ্য-সবল আনসাররাও এবং লাজনারাও (এই কাজে নিয়োজিত রয়েছে), সব জায়গা থেকে এ বিষয়ে খুব ভালো রিপোর্ট আসছে। সৃষ্টি সেবার এই কাজ জগৎপূজারী অনেক পথহারাদের পথপ্রদর্শনেরও কারণ হচ্ছে।

কিছুদিন পূর্বে কানাডা থেকে একটি রিপোর্ট আসে যে, একজন মহিলা সকল জায়গা থেকে নিরাশ হয়ে রাত দু'টোর সময় প্রতিবেশীদের সেবার নিমিত্তে খোদ্দামুল আহমদীয়ার যে হেল্পলাইন রয়েছে, সেখানে ফোন করে বলে, আমার ছেলে অসুস্থ্য, আর ঔষধ পাওয়ার সকল পথ রূদ্ধ হয়ে গেছে। সবাই অপারগতা প্রকাশ করেছে। সেই মহিলা বলে, সবার কথা হলো সকাল হবার পূর্বে তা পাওয়া যাবে না কিন্তু তার অবস্থা সংকটাপন্ন। তিনি বলেন, আমি মনে মনে বললাম, মানুষ বলে খোদা আছেন, যদিও আমি খোদাকে মানি না তবে আজ একটা পরীক্ষা করি। তিনি বলেন, আমি একান্ত ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠার মাঝে বললাম, হে খোদা! তুমি যদি থেকেই থাক, তাহলে আমার ছেলে এই সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়ে আছে, তার ঔষধের কোন একটা ব্যবস্থা করে দাও। তিনি বলেন, আর একই সাথে খোদ্দামদের হেল্পলাইনের কথা আমার মনে পড়ে। ফোন করলে কোন এক ব্যক্তি ফোন ধরে। তাকে আমি আমার প্রয়োজনের কথা বললাম, তিনি বলেন, আমি চেষ্টা করছি। কিছুক্ষণ পর পুনরায় সেই ব্যক্তির ফোন আসে, তিনি বলেন, এখন রাত দু'টো বাজে, ব্যবস্থা করা কঠিন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার ছেলের শারিরীক অবস্থা এখন কেমন? আমি পুনরায় সার্বিক অবস্থা খুলে বললাম এবং খুব অস্থিরতা প্রকাশ করলাম। তিনি বলেন, আচ্ছা ঠিক আছে, অমুক জায়গায় একটা ফার্মেসি আছে, আমি নিজে গিয়ে দেখছি, যদি সেই ফার্মেসি খোলা থাকে তাহলে আমি ঔষধ নিয়ে আসবো। তিনি রাতে যান। ভদ্র মহিলা বলেন, তাকে যখন আমি জাগাই, তখন তিনি ঘুমিয়েছিলেন, তবুও তিনি পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে যান আর আমাকে ঔষধ এনে দেন। এর ফলে আমার মাঝে খোদার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকার বিশ্বাস জন্মে। আহমদী সেবকের জন্যই আমার মাঝে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে আর এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। অতএব এই দিনগুলোতে মানবসেবার মাধ্যমে আমরা বান্দাকে আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তী করার মাধ্যম হতে পারি। এর জন্য আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত। কোন ধ্বংসযজ্ঞ হচ্ছে কি হচ্ছে না– এটি দেখার জন্য বসে থাকবেন না। এছাড়া রমজানে অন্যের দুঃখকষ্ট উপলব্ধির যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি তা-ও আমাদের ধরে রাখতে হবে। অন্যের দুঃখকষ্টের প্রতি সদা সংবেদনশীল হোন, কেননা রমজানের উদ্দেশ্যাবলীর মাঝে এটিও একটি উদ্দেশ্য, অর্থাৎ অন্যের দুঃখকষ্ট উপলব্ধি করার অনুভূতি জাগ্রত করা।

অতএব এই মহামারির ফলে পৃথিবীতে সার্বিক যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে আর দ্বিতীয়ত রমজানের পরিবেশ এখন আমাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সদা দৃষ্টি আকর্ষণকারী হওয়া উচিত। আগামীকাল বা পরশু রমজানের সমাপ্তি ঘটবে, কিন্তু এর পুণ্য সমূহকে আমাদেরকে সবর্দা নিজেদের মাঝে ধরে রাখতে হবে। আমরা যেসব পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেছি সেগুলোকে অবশ্যই নিজেদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। আর লকডাউন শিথিল হলে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত এবং মানবতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে গেলে চলবে না। সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য এবং বান্দাদের অধিকার

প্রদানের প্রতি নিজেরা মনোযোগী হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে থাকুন এবং নিজেদের উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ও বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী করার চেষ্টা করুন। এ যুগে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি। তাঁর (আ.) কোন বৈঠক এমন হতো না যেখানে তিনি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর শিক্ষার আলোকে আমাদের অবস্থান ও অভিষ্ট মানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা না করতেন।

অতএব আমাদের সর্বদা তাঁর (আ.) উপদেশাবলী স্মরণ রাখা উচিত যাতে সত্যিকার ঈমান ও বিশ্বাস আমাদের লাভ হয়। অন্যদের দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রাখার পরিবর্তে আমাদেরকে নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যেগুলো সম্পর্কে আমাদের সর্বদা প্রণিধান করা প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে কোন্ পর্যায়ে ও মানে দেখতে চান, এক স্থানে সেই মানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠার চেষ্টা করা এবং পাঁচবেলার নামাযে দোয়া করা। সবাই যেন খোদাকে অসন্তুষ্ট করার মতো সকল বিষয় থেকে তওবা করে। তওবার অর্থ হলো সমস্ত পাপাচারিতা এবং খোদাকে অসন্তুষ্ট করার কারণগুলো পরিত্যাগ করে একটি সত্যিকার পরিবর্তন সাধন করা এবং সম্মুখ পানে অগ্রসর হওয়া আর তাকওয়া অবলম্বন করা। এতেও খোদার অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। মানবীয় অভ্যাসকে সুশীল ও সুসভ্য করা উচিত, রাগ বা ক্রোধ যেন না থাকে, বিনয় ও নম্রতা যেন সেই স্থান দখল করে নেয়। চারিত্রিক সংশোধনের পাশাপাশি নিজ সাধ্য অনুযায়ী সদকা দেয়ার অভ্যাস কর।

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (সূরা দাহর: ০৯)

অর্থাৎ তারা খোদার সন্তুষ্টির জন্য মিসকিন, এতিম এবং বন্দিদের খাবার খাওয়ায় আর বলে, বিশেষত আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য আমরা দান করি এবং সেই দিনকে আমরা ভয় করি যা ভীষণ ভয়ঙ্কর। সারকথা হলো- দোয়া ও তাওবার মাধ্যমে কাজ কর এবং সদকা-খায়রাত করতে থাক যাতে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি স্বীয় কৃপা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করেন।

পুনরায় তিনি (আ.) জামা'তের সদস্যদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যবান বান্দাদের ছাড়া কারও পরোয়া করেন না। পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতি সৃষ্টি কর এবং হিংস্রতা ও বিভেদকে পরিহার কর। সকল প্রকার উপহাস ও বিদ্রুপের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন কর, কেননা বিদ্রুপ মানুষের মনকে সত্য থেকে বহু দূরে ঠেলে দেয়। পরস্পরের প্রতি সম্মানসূচক ব্যবহার কর। প্রত্যেকের উচিত নিজের আরামের চেয়ে ভাইয়ের আরামকে প্রাধান্য দেয়া। আল্লাহ্ তা'লার সাথে এক প্রকৃত সন্ধি স্থাপন কর এবং তাঁর আনুগত্যে ফিরে আস। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হচ্ছে, আর এথেকে তারা-ই বাঁচবে যারা পরিপূর্ণরূপে নিজেদের যাবতীয় পাপ থেকে তওবা করে তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়। মনে রেখো, যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ তোমরা শিরোধার্য কর এবং তাঁর ধর্মের সমর্থনে চেষ্টা-প্রচেষ্টা কর, তাহলে খোদা সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিবেন এবং তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হবে। তোমরা কি দেখ নি যে, কৃষক ভালো চারার স্বার্থে ক্ষেত থেকে আগাছা জাতীয় জিনিসগুলোকে উপড়ে ফেলে দেয় এবং নিজের ক্ষেতকে সুন্দর ও

ফলবান গাছপালা দিয়ে সুসজ্জিত করে, আর সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে ও সর্বপ্রকার ক্ষয়ক্ষতি থেকে সেগুলোকে রক্ষা করে। কিন্তু যেসব গাছপালা ফল দেয় না এবং পঁচতে ও শুকিয়ে যেতে থাকে, কোন গরু-ছাগল এসে সেগুলো খেয়ে ফেলল নাকি কোন কাঠুরে সেগুলোকে কেটে চুলায় পোড়াল, (ক্ষেতের) মালিক তার কোন পরোয়া করে না। একইভাবে তোমরাও মনে রেখো, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিষ্ঠাবান সাব্যস্ত হও তাহলে কারও বিরোধিতা-ই তোমাদের কষ্টে ফেলবে না। কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের অবস্থা সঠিক না কর এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে আজ্ঞানুবর্তিতার সত্য অঙ্গীকার না কর- তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কারো পরোয়া করেন না।

তিনি (আ.) বলেন, তোমাদের খোদার প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। নিজেদের মধ্যকার সকল বিবাদ-বিসম্বাদ, ক্রোধ ও শত্রুতা পরিহার কর, কারণ এখন তোমাদের তুচ্ছ বিষয়াদি উপেক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ ও মহান কর্মকাণ্ডে নিমগ্ন হওয়ার সময়। মানুষ তোমাদের বিরোধিতা করবে, সেটিকে গ্রাহ্য করবে না। এই কথাটি (আমার) ওসীয়্যত হিসেবে মনে রাখবে– কক্ষনো রূঢ়তা ও কঠোরতার আশ্রয় নেবে না; (অর্থাৎ মানুষ বিরোধিতা করবে, কিন্তু তোমরা মোটেই কঠোরতা করবে না;) বরং নম্রতা, ধীরস্থিরতা ও উত্তম চরিত্রের সাথে সবাইকে বোঝাও।

আমাদের চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন ও হুকূকুল ইবাদ তথা বান্দার প্রাপ্য প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে একস্থানে তিনি (আ.) বলেন,

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'লা কতিপয় বান্দাকে বলবেন, তোমরা আমার মনোনীত লোক আর আমি তোমাদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট, কেননা আমি খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম, তখন তোমরা আমাকে খাবার খাইয়েছ; আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, তোমরা আমাকে বস্ত্র দিয়েছ; আমি পিপাসার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে পানি পান করিয়েছ; আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার সেবা-শুশ্রূষা করেছ। তারা বলবে, হে আল্লাহ্! তুমি তো এসব বিষয় থেকে পবিত্র! তুমি কবে এরূপ ছিলে যখন আমরা তোমার সাথে এরূপ করেছি? তখন তিনি বলবেন, আমার অমুক অমুক বান্দা এরূপ ছিল, তোমরা তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছ; সেটি এমন বিষয় ছিল যেন তোমরা তা আমার সাথেই করেছ। এরপর আরেক দল আসবে, তাদেরকে তিনি বলবেন, তোমরা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছ। আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে খেতে দাও নি; আমি পিপাসার্ত ছিলাম, আমাকে পানি দাও নি; আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, আমাকে কাপড় দাও নি; আমি অসুস্থ ছিলাম, আমার সেবা-শুশ্রূষা কর নি। তখন তারা বলবে, হে আল্লাহ্! তুমি তো এসব বিষয়ের ঊর্ধ্বে! তুমি কখন এরূপ ছিলে যখন আমরা তোমার সাথে এরূপ করেছি? তখন তিনি বলবেন, আমার অমুক অমুক বান্দা এরূপ অবস্থায় ছিল, তোমরা তাদের প্রতি কোন সহানুভূতি প্রদর্শন কর নি বা সদ্ব্যবহার কর নি; এটি আমার সাথে ব্যবহারেরই নামান্তর। মোটকথা মানবজাতির প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা (এখানে এরূপ কোন শর্ত নেই যে, সে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান, নাকি অন্য কেউ) ও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন অনেক বড় ইবাদত, আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের এটি এক অসাধারণ মাধ্যম। কিন্তু আমি দেখতে পাই যে, এই বিষয়ে অনেক দুর্বলতা প্রদর্শন করা হয়। অন্যদের তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। তাদের প্রতি হাসি-বিদ্রুপ করা হয়। তাদের খবরাখবর নেয়া এবং কোন বিপদ কিংবা সমস্যায় সাহায্য করা তো দূরের কথা, যারা দরিদ্রদের সাথে ভালো ব্যবহার করে না, বরং তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, আমার ভয় হয় যে, তারা

নিজেরাই আবার এই সমস্যার কবলে না পড়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হলো খোদার বান্দাদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা আর খোদাপ্রদত্ত এই অনুগ্রহের কারণে অহংকার না করা এবং পশুর ন্যায় দরিদ্রদের পদদলিত না করা।

অতঃপর বিষয়টি আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

আসল কথা হলো, সবচেয়ে কঠিন এবং স্পর্শকাতর বিষয় হলো বান্দার অধিকার প্রদান করা, কেননা সব সময় এর মুখোমুখি হতে হয় আর সর্বদা এই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। অতএব, এ পর্যায়ে খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে পদচারণা করা উচিত। আমার রীতি হলো, শত্রুর সাথেও যেন সীমাতিরিক্ত কঠোরতরা প্রদর্শন না করা হয়। কেউ কেউ তাকে (অর্থাৎ শত্রুকে) ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করার পক্ষে। আর এই চিন্তায় তারা বৈধ ও অবৈধেরও পার্থক্য করে না। তার দুর্নামের মানসে তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে, তার গীবত করে আর অন্যদেরকে তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। এখন বল, সামান্য শত্রুতা করে সে কত বেশি মন্দ কাজ ও পাপের ভাগীদার হলো। আর এরপর এ সব পাপ যখন বংশ বিস্তার করবে তখন কত দূর পর্যন্ত বিষয় গড়াবে। আজকাল আমরা ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, জাতীয় ও দেশীয় পর্যায়ে পৃথিবীর এই অবস্থাই দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলেন, আমি সত্য সত্যই বলছি, তোমরা ব্যক্তিগত কারণে কাউকে শত্রু মনে করবে না, আর হিংসা-বিদ্বেষের এই অভ্যাসকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার কর। খোদা তা'লা যদি তোমাদের সাথে থাকেন আর তোমরা খোদা তা'লার হয়ে যাও, তাহলে তিনি শত্রুদেরও তোমাদের সেবকদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। কিন্তু খোদার সাথেই যদি তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন থাকে আর তাঁর সাথেই যদি কোন বন্ধুত্বের সম্পর্ক না থাকে এবং তোমাদের আচার-আচরণ তাঁর ইচ্ছার পরিপন্থী হয়, তাহলে খোদার চেয়ে বড় শত্রু তোমাদের আর কে হবে? সৃষ্টির শত্রুতা মানুষ এড়িয়ে চলতে পারে, কিন্তু খোদা যদি শত্রু হন আর পুরো সৃষ্টিও বন্ধু হয়, তা কোন কাজে আসবে না। তাই তোমাদের রীতি-নীতি নবীদের রীতি-নীতি সদৃশ হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা হলো, ব্যক্তিগত কারণে কোন শত্রুতা যেন না থাকে। ভালোভাবে স্মরণ রেখো! মানুষ সম্মান এবং সৌভাগ্যের উত্তরাধিকারী তখন হয়, যখন সে কারো সাথে ব্যক্তিগত কারণে শত্রুতা না রাখে। হ্যাঁ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সম্মানের প্রশ্নে বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সম্মান করে না, বরং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাকে তোমরা নিজেদের শত্রু জ্ঞান করবে। কিন্তু শত্রু মনে করার বিষয়টিও তিনি স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, এখানে শত্রু মনে করার অর্থ এটি নয় যে, তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে আর বিনা কারণে তাকে কষ্ট দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। না, বরং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর আর (বিষয়) আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ কর। সম্ভব হলে তার সংশোধনের জন্য দোয়া কর। নিজের পক্ষ থেকে তার সাথে নতুন কোন ঝগড়া আরম্ভ করো না।

অতঃপর চারিত্রিক ও নৈতিক মানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

চারিত্রিক অবস্থা এতটা সংশোধিত হওয়া উচিত যে, কাউকে সৎ উদ্দেশ্যে বোঝানো এবং (তার) ভুল সম্পর্কে এমন সময়ে বা এমনভাবে অবহিত করা উচিত যেন তার কাছে

অপ্রীতিকর মনে না হয়। কাউকে যেন হেয় মনে করা না হয়। কারো হৃদয়ে যেন আঘাত করা না হয়। জামা'তে পরস্পরের মাঝে যেন ঝগড়া ও নৈরাজ্য দেখা না দেয়। স্বধর্মের দরিদ্র ভাইদের কখনো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে না। ধন-সম্পদ কিংবা বংশের অপ্রয়োজনীয় বড়াই করে অন্যদের লাঞ্ছিত এবং তুচ্ছ মনে করো না। খোদা তা'লার নিকট সে-ই সম্মানিত যে মুত্তাকী। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم (সূরা হুজুরাত: ১৪)। অন্যদের সাথেও উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত। নোংরা চরিত্রের মানুষও ভালো নয়। মানুষ আমাদের জামা'তের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করার শুধু বাহানা খোঁজে। মানুষের জন্য একটি প্লেগ রয়েছে আর আমাদের জামা'তের জন্য রয়েছে দু'টি প্লেগ। জামা'তের কোন এক ব্যক্তিও যদি মন্দ কাজ করে তাহলে সেই একজনের কারণে পুরো জামা'ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বুদ্ধিমত্তা, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার যোগ্যতাকে বৃদ্ধি কর, চরম নির্বোধের কথার উত্তরও গাম্ভীর্যতা ও শান্তিপূর্ণভাবে দাও। বাজে কথার উত্তর বাজে কথার মাধ্যমে যেন না হয়। তিনি বলেন, এ পরীক্ষার যুগে নিজ কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে তাকওয়া অবলম্বন করাই সমীচিন হবে। এসব কথার পিছনে আমার উদ্দেশ্য এটিই যেন তোমরা উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ কর। পৃথিবী নশ্বর আর অবশেষে মৃত্যু বরণ করতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষাতেই আনন্দ নিহিত। প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ধর্ম।

অপর এক স্থানে জামা'তকে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

আমাদের জামা'তের এমন হওয়া উচিত যেন শুধু বুলিসর্বস্ব না হয়, বরং বয়আতের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নকারী হয়, অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধন করা উচিত। শুধু ধর্মীয় মসলা-মসায়েলের মাধ্যমে তোমরা খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না যে, মসল-মসায়েল অবগত হলাম আর খোদা সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এমন নয়, এতে আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হবেন না। যদি অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন না আসে তাহলে তোমাদের ও অন্যদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। তোমাদের মধ্য যদি ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও অলসতা থাকে তাহলে তোমাদেরকে অন্যদের পূর্বে ধ্বংস করা হবে। প্রত্যেকের উচিত নিজের বোঝা বহন করা এবং নিজ অঙ্গীকার রক্ষা করা। জীবনের কোন ভরসা নেই। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সময়ের পূর্বেই পুণ্য করে আশা করা যায় যে, সে পবিত্র হয়ে যাবে। স্বীয় প্রবৃত্তির সংশোধনের জন্য সাধনা কর। নামাযে দোয়া কর। সদকা-খয়রাতের মাধ্যমে এবং অন্য সর্বপ্রকার পন্থায় وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا-র মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অসুস্থ ব্যক্তি যেভাবে ডাক্তারের কাছে যায়, ঔষধ সেবন করে, বিরেচক ঔষধ গ্রহণ করে, রক্ত বের করায়, সেঁক নেয় এবং আরোগ্য লাভের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করে, অনুরূপভাবে নিজের আধ্যাত্মিক রোগব্যাধি দূর করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা কর। শুধু মুখেই নয় বরং মুজাহেদা বা চেষ্টাসাধনার যত পদ্ধতি খোদা তা'লা বর্ণনা করেছেন সেগুলো সব অবলম্বন কর। সদকা-খয়রাত কর, জঙ্গলে গিয়ে দোয়া কর। তিনি বলেন, খোদা তা'লা প্রচেষ্টাকারীকে পছন্দ করেন, আর মানুষ যখন সব উপায়ে চেষ্টা করে তখন কোন না কোনটি লক্ষ্যভেদও করে। অতএব এ দিনগুলোতে, বিশেষত যখন পাকিস্তান ও অন্য কয়েকটি দেশে আহমদীদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা চরমে, তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও করুণাকে আকৃষ্ট করার জন্য আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা করা উচিত।

শত্রুরা যখন চরম শত্রুতা প্রদর্শন করছে তখন আমাদেরও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও দয়াকে আকৃষ্ট করার জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করা প্রয়োজন।

অনুরূপভাবে এ যুগে মহানবী (সা.) এর মর্যাদা, সম্মান এবং তাঁর আদর্শের প্রকৃত মর্ম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন যে, এসব বিষয় অর্থাৎ সব উন্নত চরিত্র, যেমন আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দার প্রাপ্য প্রদান– এগুলো তাঁর (সা.) আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই (অর্জিত) হতে পারে। তিনি (আ.) আমাদেরকে বার বার এটিই বলেছেন যে, মহানবী (স.) এর পথ পরিত্যাগ করো না। এ সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে একস্থানে তিনি (আ.) বলেন,

আমি তোমাদেরকে এটিও বলে দিতে চাই যে, অনেক লোক আছে যারা নিজেদের মনগড়া জপ-তপের মাধ্যমে সেসব উৎকর্ষ অর্জন করতে চায় বা খোদা তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চায়, কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, মহানবী (সা.) যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি সেটি সম্পূর্ণ বৃথা। মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বেশি **'منعم عليهم'** অর্থাৎ পুরস্কারপ্রাপ্তদের পথের সত্যিকার অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ আর কে হতে পারে, নবুওয়্যতেরও সমস্ত শ্রেষ্ঠ দিক তাঁর সত্তায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি (সা.) যে পথ অবলম্বন করেছেন তা সবচেয়ে সঠিক এবং সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত। সে পথকে পরিত্যাগ করে ভিন্ন পথ আবিষ্কার করা, সেটি বাহ্যত যতই সুন্দর দৃষ্টিগোচর হোক না কেন; আমার মতে ধ্বংস। আর খোদা তা'লা আমার কাছে এমনটিই প্রকাশ করেছেন।

মহানবী (সা.) থেকে আমাদেরকে যারা পৃথক করতে চায় তাদের এই অবস্থাই পরিদৃষ্ট হয়, অর্থাৎ পীর, ফকির এবং নাম-সর্বস্ব আলেমরা ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষাকে পুরোপুরি বিকৃত করে রেখেছে; তথাপি তারা মুসলমান হওয়ার দাবি করে আর আমাদেরকে ইসলামের গণ্ডি-বহির্ভূত মনে করে।

অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর এই মর্যাদাকে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত অনুবর্তিতায় খোদা লাভ হয়। আর তাঁর (সা.) অনুবর্তিতা পরিত্যাগ করে কেউ সারা জীবন মাথা ঠুকলেও সে মূল লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং সা'দীও মহানবী (সা.) এর অনুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তার কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন। ফারসী পঙ্‌ক্তি রয়েছে-

'বাযুহদ ও ওরা' কূশ ও সিদ্‌ক ও সাফা, ওলেকান ম্যাফাযায়ে বার মুস্তফা'

অর্থাৎ সংসারের মোহ ত্যাগ করা, তাকওয়া এবং সততা ও স্বচ্ছতা অর্জনের জন্য অবশ্যই চেষ্টা কর, কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) বর্ণিত পথকে ছেড়ে নয়।

মহানবী (সা.) এর পথকে কখনোই পরিত্যাগ করো না। আমি দেখছি যে, মানুষ বিভিন্ন প্রকারের ওযীফা আবিষ্কার করেছে। উল্টো হয়ে ঝুলে থাকে এবং সাধুদের ন্যায় বৈরাগ্য অবলম্বন করে। কিন্তু এসবই অর্থহীন। নবীগণের রীতি এটি নয় যে, তারা উল্টো হয়ে ঝুলবেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়তে গিয়ে উন্মাদের ন্যায় আচরণ করবেন এবং 'আর্‌রা'-যপ করবেন। এজন্যই মহানবী (সা.)-কে উত্তম আদর্শ আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে- لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ। অর্থাৎ, তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-ই হলেন সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ কর এবং সামান্য পরিমাণও তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার চেষ্টা করবে না। তিনি আরো বলেন,

মোটকথা পুরষ্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাঝে যেসব শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, আর صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ আয়াতে যার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা ইঙ্গিত করেছেন, সেগুলো অর্জন করা হলো প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; আর আমাদের জামা'তের বিশেষভাবে এদিকে মনোযোগী হওয়া উচিত, কেননা আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এমন একটি জামা'ত প্রস্তুত করতে চেয়েছেন যেমনটি মহানবী (সা.) করেছিলেন, যেন এই শেষ যুগে এই জামা'ত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষী হয়।

অতএব আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত আর এর মাঝেই আমাদের জীবন নিহিত। অর্থাৎ আমরা যেন মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত দাসের হাতে বয়আতের মাধ্যমে তাঁর (সা.) প্রকৃত অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হই আর নিজেদের সমুদয় শক্তি ও যোগ্যতা দিয়ে মহানবী (সা.)-এর অনুপম চারিত্রিক সৌন্দর্য নিজেদের মাঝে ধারণ করার চেষ্টা করি এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ ও তাঁর নির্দেশাবলী শিরোধার্য করে পুরস্কারপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হই আর সেই দলের মন্দ প্রভাব থেকে সর্বদা সুরক্ষিত থাকি যারা আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানায় এবং পথভ্রষ্ট। আমরা যেন বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে নামায পড়ি। আমরা যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুসারে জীবন অতিবাহিত করি। আসীরানে রাহে মওলা বা খোদার পথে যারা বন্দী দশায় দিনাতিপাত করছেন তাদের জন্যও দোয়া করুন এবং তাদের মধ্য থেকে যাদের ওপর অন্যায়ভাবে আইনের অত্যন্ত কঠোর ধারা আরোপ করা হয়েছে তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন।

সম্প্রতি একজন আহমদী মহিলা রমজান বিবি সাহেবাকে 'রসূল অবমানা'র ধারা আরোপ করে জেলে পাঠানো হয়েছে। এই পরিবারটি সম্ভবত ২০০২ সালে বয়আত করেছিল। তার স্বামী আমাকে লিখেন যে, আমরা কুরবানীকে ভয় পাই না আর জেলে যাওয়ার জন্যও দুঃখ নেই। আমার স্ত্রী এবং আমি যে কারণে দুঃখভারাক্রান্ত তা হলো, যেই মহান রসূল (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদার খাতিরে আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাঁর অসম্মানের অপবাদ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে– এ হলো আমাদের মর্মযাতনা। অতএব সেসব বন্দি এবং এ ভদ্র মহিলাকে সর্বদা দোয়ায় স্মরণ রাখুন যাকে এই অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার নিদর্শনমূলক মুক্তির ব্যবস্থা করুন আর কৃপা করুন। তিনি বিচারবিভাগ এবং সরকারকে তৌফিক দিন তারা যেন ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। খোদা এবং রসূল (সা.)-এর নাম তো এরা নিয়ে থাকে, খোদা এবং রসূল (সা.)-এর প্রকৃত ভয় এবং ভালোবাসাও যেন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। তারা যেন মহানবী (সা.)-এর উন্নত আদর্শের অনুসারী হয়। এ ছাড়াও আমি কতক দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে তৌফিক দান করুন যেন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালোবাসা যেন সমস্ত ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য পায়। আমরা যেন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করতে পারি। আমাদের ঘর যেন প্রেমপ্রীতি এবং ভালোবাসার দৃষ্টান্ত হয়। যেসব ছেলেমেয়ে পিতামাতার পারস্পরিক ঝগড়ার কারণে চিন্তিত আল্লাহ্ তা'লা তাদের দুশ্চিন্তা দূর করুন। সকল ওয়াকেফীনে জিন্দেগীদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে ধর্মের সেবা করার তৌফিক দান করুন এবং তারা যেন নিজেদের ওয়াক্‌ফ এর অঙ্গীকার পালন করতে পারে।

ওয়াকেফীনে নওদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজেদের এবং তাদের পিতামাতার অঙ্গীকারকে পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন। আহমদীয়াতের শহীদগণ এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য দোয়া করুন। সমস্যায় জর্জরিত সকল আহমদীদের জন্য দোয়া করুন। একে অপরের জন্য দোয়া করুন। অন্যের জন্য দোয়া করা নিজেকেও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহভাজন করে। মেয়েদের বিয়ের জন্য দোয়া করুন, বিশেষভাবে সে সকল মেয়ের জন্য যাদের বিয়ে অযথাই বিলম্বিত হচ্ছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং এরপর পৃথিবীর যে অর্থনৈতিক অবস্থা আসবে– এর মন্দ প্রভাব থেকে প্রত্যেক আহমদীর নিরাপত্তার জন্য দোয়া করুন। এই অবস্থার কারণে জামা'তের বিভিন্ন কাজ ও পরিকল্পনা যেন বাধাগ্রস্ত না হয় আর আল্লাহ তা'লা নিজ অনুগ্রহে জামা'তের উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি করতে থাকুন। এই অবস্থায় যারা আর্থিক কুরবানী করছে তাদের জন্যও অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধন ও জন-সম্পদে অশেষ বরকত দান করুন। এম.টি.এ.-র কর্মীদের জন্যও দোয়া করুন। এদের মধ্যে অনেক স্বেচ্ছাসেবীও রয়েছে আর কর্মচারীও রয়েছে, তারা অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এবং ইসলামের বাণী পৃথিবীময় প্রচার করছে। ইসলামী বিশ্বের জন্য দোয়া করুন, তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ যেন সমাপ্ত হয় এবং তারা যেন শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা শিখে। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন। এটি তখনই সম্ভব যখন তাদের পারস্পরিক মতভেদ দূর হবে। আরো কিছু দোয়া আছে যা এখন আমি পড়ব, আপনারাও আমার সাথে তা পুনরাবৃত্তি করুন।

আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাঊযুবিকা মিন শুরুরিহিম।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমরা (অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়) তোমাকে তাদের অন্তরে (ঢাল স্বরূপ) রাখছি অর্থাৎ তোমার প্রতাপ যেন তাদের অন্তরে ছেয়ে যায়, আর তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশীল আযীম, লা ইলাহা ইল্লালাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরযি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।

অর্থাৎ, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নাই, তিনি বড়ই মহান ও বড়ই সহিষ্ণু। আল্লাহ্ ব্যাতিরেকে কোন উপাস্য নেই, তিনিই আরশের অধিপতি। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি আকাশ, পৃথিবী ও মহান আরশের অধিপতি।

ইয়া মুকাল্লেবাল কুলূব, সাব্বিত কালবী আলা দীনিকা।

অর্থাৎ হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা, ওয়াত্তুকা, ওয়াল আফাফা, ওয়াল গিনা।

অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট সঠিক পথের দিশা, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং স্বনির্ভরতা যাচনা করি।

আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিন যাওয়ালে নি'মাতিকা, ওয়া তাহাওয়েলে আফিয়াতিকা, ওয়া ফুজআতে নিকমাতিকা, ওয়া জামিয়ে সুখতিকা।

অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার নিয়ামতের ঘাটতি, তোমার নিরাপত্তা উঠে যাওয়া থেকে, তোমার আচমকা শাস্তি ও এমন সমস্ত বিষয় থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেগুলোতে তুমি অসন্তুষ্ট হও।

রাব্বানা যালামনা আনফুসানা, ওয়া ইল্লামতাগফিরলানা, ওয়া তারহামনা, লানাকুনান্না মিনাল খাসিরীন।

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রাণের প্রতি অন্যায় করেছি, আর তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর, তবে আমরা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদায়তানা, ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র করে দিও না এবং তোমার সকাশ থেকে আমাদেরকে আশিস দান কর। নিশ্চয়ই তুমি সবচেয়ে বড় দাতা।

রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিলআখিরাতে হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান নার।

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে পৃথিবীতেও সাফল্য দান কর আর পরকালেও সফলতা দাও এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি দোয়া হলো-

হে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক প্রভু! আমি তোমার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সামর্থ্য রাখিনা। তুমি নিতান্তই দয়ালু ও কৃপালু। আমার প্রতি তোমার সীমাহীন অনুগ্রহ রয়েছে। আমার পাপসমূহ ক্ষমা কর যেন আমি ধ্বংস না হয়ে যাই। আমার হৃদয়ে তোমার খাঁটি ভালোবাসা সঞ্চার কর যেন আমি জীবন লাভ করি এবং আমার দুর্বলতা ঢেকে রাখ আর আমার দ্বারা এমন কাজ সম্পাদন করাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আমি তোমার সম্মানিত চেহারার দোহাই দিয়ে আমার উপর তোমার ক্রোধ আপতিত হওয়া থেকেও তোমার আশ্রয় যাচনা করি। দয়া কর, দয়া কর, দয়া কর, এবং ইহ ও পরকালের সমস্ত বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা কর, কেননা সকল প্রকার কল্যাণ ও কৃপা তোমারই হাতে, আমীন।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন, ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা, ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন, ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন, কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা, ওয়া আলা আলে ইবরাহিমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

এই রমজানের এটি শেষ জুমু'আ। এই রমজানে যে সমস্ত পুণ্যকর্ম আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে বা আমরা যে পরিবর্তন সাধন করেছি– তা অব্যাহত রাখার তৌফিক আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করুন এবং এই দোয়াগুলোও আমাদের অনুকূলে গ্রহণ করুন।

ঈদ সম্পর্কেও ঘোষণা করতে চাই, অনেকেই আমাকে লিখেছে যে, এখানকার ওয়েবসাইট অনুযায়ী ২৪ তারিখে ঈদ উদযাপিত হবে, কিন্তু ২৪ তারিখে ঈদ হতে পারে না। রবিবার চাঁদ দৃশ্যমান হওয়া সম্ভব নয়। এরপর আমি পুনরায় লিখেছি, আরো ২/৩ বার মিটিং করিয়েছি। এখানে যারা আমাদের বিশেষজ্ঞ রয়েছে তাদের সঙ্গে আরো কয়েকজনকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমীর সাহেবকে আমি বলেছিলাম যে, আপনি নিজেও খতিয়ে দেখুন। এরপর তিনি একটি রেখাচিত্র বানিয়ে আমাকে পাঠান। ওয়েবসাইট থেকে জানা যায় যে, বড় শহরগুলোতে নিশ্চিতরূপে ২৩ তারিখে চাঁদ দৃশ্যমান হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তিনি যে রেখাচিত্র পাঠিয়েছেন সেটি অনুযায়ী কতিপয় এলাকা, যেমন ফলমথ এবং প্যানযেন্স ও হ্যাল– এই সমস্ত এলাকায়

২৩ তারিখে খালি চোখে চাঁদ দেখা যেতে পারে। যদি দেশের একটি এলাকায় চাঁদ দেখা যেতে পারে তাহলে (সে দেশের) অন্যান্য এলাকায়ও ঈদ উদযাপন করা যেতে পারে। মুসলিম দেশগুলোতে যে চাঁদ দেখা কমিটি রয়েছে, তারাও এ নীতিতেই চাঁদ দেখে থাকে। যাহোক ২/৩ বার খতিয়ে দেখার পর এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছে যে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ২৪ তারিখ রোজ রবিবার ঈদ উদযাপিত হবে।